জয়শ্রী



শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী
এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
২৪নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দোতলা)

মূল্য ছয় আনা

প্রিণ্টার
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না।
'বেঙ্গল প্রেস'
৭৭ নং, হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী যখন লুক্‌সেম্‌বুর্‌গ অবরোধ করেন এবং অবরুদ্ধ ক্ষুদ্র দেশের রাণী জার্ম্মানীর অপকর্ম্মের প্রতিবাদ করেন, তখন সেই ব্যাপারটিকে মনে রেখে এই নাটিকাখানি লিখেছিলাম। এতোদিনে এখানি প্রকাশিত হলো।

রমণা, ঢাকা

শ্রাবণ ১৩৩৩

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

যাদের মহৎ দৃষ্টান্তে

আমি স্বদেশকে ভালোবাস্‌তে শিখেছিলাম

সেই স্বর্গগত মহাসত্ত্ব

পঞ্চানন অধিকারী

ও

নলিনীকান্ত সেন

বন্ধুদ্বয়ের পবিত্র প্রিয় স্মৃতির উদ্দেশে

শ্রদ্ধার সহিত

এই সামান্য তর্পণ

অর্পণ করলাম

জয়শ্রী

প্রথম অঙ্ক

[ভগ্ন রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে বসিয়া জয়শ্রী সেলাই করিতে করিতে গান করিতেছে ; পার্শ্বে বিধবা রাজমহিষী দাঁড়াইয়া ধ্বংসপ্রায় রাজ্যের দিকে বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন]

জয়শ্রী

(গান)

" সকল ভয়ের ভয় তুমি প্রভু, তোমারে নমস্কার ;
বজ্র তোমার রণদুন্দুভি, বিদ্যুৎ তরবার !
তোমার রাজ্যে করুণা তোমার হউক মূর্ত্তিমান,
শান্তির ধারা বর্ষণ করো কালে কালে ভগবান।
হে কৃপানিধান তোমার বিধান জগৎ ভুলিছে হায়,
তোমার নিদেশ ঠেলিছে মানুষ প্রত্যহ পায় পায়

রুদ্র তোমার ক্রোধ জেগে উঠে না যেনো দহে গো প্রাণ,
শান্তির ধারা শিরে আমাদের বরিষো হে ভগবান
প্রতিশোধ তুমি শোধন করিছো, বল তব বৈভব,
অজ্ঞাতে করো বিচার সবার দেখো অলক্ষ্যে সব,
কৃপায় মোদের রক্ষা করো হে বিপদে পরিত্রাণ,
শান্তির ধারা বর্ষণ করো কালে কালে ভগবান্ !"

ইন্দ্রায়ুধ (হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া)

মা, তুমি অমন করে' দাঁড়িয়ে আছো কেনো ? হূণদের ভয় কি তোমার এখনো যায় নি ?

মহিষী (বিষণ্ন কাতর দৃষ্টি ফিরাইয়া)

ভয় ? রাজার ঘরে জন্মেছিলাম, রাজার ঘরে পড়েছিলাম ; যুদ্ধের ঝঞ্চনা কোলাহল তো আমার ছেলেবেলার ঘুমপাড়ানো গান, আমার যৌবনের আনন্দ-কল্পনা, এই বৃদ্ধবয়সে স্বামীশোকের তর্পণ ; যুদ্ধকে ভয় আমার নেই। তোরা রাজার ছেলে হয়েও আজন্ম পরাধীন, অস্ত্র তোদের কাছে অস্পৃশ্য, যুদ্ধ তোদের কাছে বিভীষিকা ! ভয় তোদের হ'তে পারে, আমার নয়।

ইন্দ্রায়ুধ (লজ্জিত হইয়া)

তোমাকে আজকের এই জয়ের দিনেও বিষণ্ন দেখ ছি কিনা তাই......

মহিষী (স্নিগ্ধস্বরে)

বিষণ্ণ হয়েছি আজ এই জয়ের দিনেও তোরই ভাবনা ভেবে। তুই আজ তোর পিতার হারানো রাজ্য ফিরে পেয়েছিস তোর পিতার প্রাণের মূল্যে ; তিনি বিশ্বাস-ঘাতক আশ্রিতকে রাজ্য থেকে দূর করে' নিজের রাজ্য তোর জন্যে প্রাণ দিয়ে জয় করে' রেখে গেলেন। আমার ভয় হচ্ছে এ রাজ্য তুই রাখ্‌তে পারবি কি না।— আজন্ম-পরাধীন অস্ত্র-পরাঙ্মুখ যুদ্ধে-অনভ্যস্ত তুই, সেই দুর্দ্দান্ত হূণদের দলপতি মিহিরকুলকে কতদিন বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারবি সেই আমার মহা ভাবনা! বাহিরে দরজার গোড়ায় দুর্দ্দান্ত শত্রু, ভিতরে রাজ্য নিঃস্ব নিঃসম্বল রিক্ত ছারখার। তোকে এক হাতে শত্রুকে ঠেলে রাখ্‌তে হবে ; এক হাতে এই নষ্ট রাজ্যকে আবার গড়ে' তুল্‌তে হবে, এর শ্রী সৌন্দর্য্য সম্পদ্‌ বৃদ্ধি কর্‌তে হবে! এতো গুরুভার তোর মাথায় কি সইবে, তাই ভাব ছি ইন্দ্রায়ুধ!

ইন্দ্রায়ুধ (গর্ব্বিতভাবে)

মা, তার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, দেখে নিয়ো সিংহের শাবক সিংহই হয়। আসুক না মিহিরকুল একবার, বাবার মতন আমি তো তাকে আর দয়া কর্‌বো না! সেই

জয়শ্রী

বর্ব্বরটা পরাক্রমের গর্ব্বে দেশের সকল লোককে উদ্বাস্ত করে' তুলেছিলো, সকল দেশের রাজাকে সে পদানত করেছিলো, শেষে সকলে মিলে যখন তার অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে সম্মিলিত হয়ে দাঁড়ালো তখন সেই সুযোগে তার নিজের ভাই তার রাজ্য থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলে। নিরাশ্রয় মনে করে' বাবা তাকে রাজ্য দিয়ে আশ্রয় দিলেন ; তার শোধ সে দিলে বাবার রাজ্য কেড়ে নিয়ে। তা তো নেবেই, কু লোককে কি কখনো বিশ্বাস করে ? আমি অমন বোকা নই ; আমার কাছে চালাকি খাটবে না—বলেও না, ছলেও না।

জয়শ্রী

দেখো ইন্দ্র, কাজ করার চেয়ে পরের সমালোচনা করা ঢের সহজ। কথায় সমালোচনা না করে' কাজে সমালোচনা করবার ক্ষেত্র তোমার সাম্‌নে বিস্তৃত পড়ে' রয়েছে ! বলাদিত্যকে দেখেছো তো, সে যেনো বাক্যহীন কর্ম্মের অবতার !

ইন্দ্রায়ুধ

দিদি, তোমার কাছে বলাদিত্যের তুল্য আর যে কেউ নয়, তা আমি জানি। ঐ যে নাম করতেই তোমার আদর্শ পুরুষটি উপস্থিত।

বলাদিত্য (প্রবেশ করিয়া মহিষীকে প্রণাম করিল)

কে কার আদর্শ পুরুষ ?

ইন্দ্রায়ুধ

এই আপনি, দিদির।

(বলাদিত্য স্মিতমুখে একবার জয়শ্রীর দিকে চাহিলো ; জয়শ্রী সেলাই করিতে করিতে ঈষৎ দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া আবার সলজ্জ দৃষ্টি নত করিল)

বলাদিত্য (অগ্রসর হইয়া)

রাজকুমারী, আপনি এ কোন্ কাজে এতো ব্যস্ত ?

জয়শ্রী (লজ্জারুণ মুখ তুলিয়া)

এ আমি কাশ্মীর রাজ্যের জাতীয় পতাকা প্রস্তুত কর্‌ছি। বাবার রাজত্বকালে যে পতাকা ছিল, মিহিরকুল তা নষ্ট করে' ফেলেছে ; তার পর মিহিরকুলের হূণ পতাকা এতদিন কাশ্মীরের কলঙ্কের মতো এই রাজপ্রাসাদের বুকে চেপে বসে' উড়্‌ছিলো।......

বলাদিত্য

তাই তো! আমাদের তো সে কথা মনেই ছিল না। সে পতাকাটাকে তো ফেলে দিতে হয়......

জয়শ্রী

মহিষী

রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে'ই জয়শ্রী তা সর্ব্বাগ্রে ছিঁড়ে ফেলে কুকুরের গলায় বেঁধে দিয়েছে।

বলাদিত্য

স্বর্গীয় মহারাজের পতাকায় কি চিহ্ন ছিলো? আমাদের তো মনে পড়ে না! সে পতাকা দেখার সৌভাগ্য তো আমাদের কখনো হয় নি!

জয়শ্রী

বাবার কাছে শুনেছি তাঁর পতাকার চিহ্ন ছিলো শঙ্খ।

বলাদিত্য

আপনার পতাকায় যে চিহ্ন আঁকছেন তা তো শঙ্খের মতন বোধ হচ্ছে না?

জয়শ্রী

না, শঙ্খচিহ্নে কাশ্মীরের আর অধিকার নেই। তার মঙ্গল-নির্ঘোষ হূণ-বিজয়ে নির্ব্বাক্ হয়ে গেছে; তার শুভ্র শুচিতায় পরাজয়ের কলঙ্ক লেগেছে!

বলাদিত্য (সপ্রশংস ভাবে)

তবে এখন কাশ্মীরের কি পতাকা-চিহ্ন আপনি উপযুক্ত মনে করেন?

জয়শ্রী (উঠিয়া দাঁড়াইয়া পতাকা মেলিয়া ধরিয়া)
আমার মনে হয় বাবা নিজের জীবনে এর ইঙ্গিত রেখে গেছেন। আমাদের দেশ পদ্মের মতন সুকোমল সুন্দর, লক্ষ্মীর মধুময় বরাভয়-মূর্ত্তি, কিন্তু তার বুকের ভিতর বজ্র লুকানো আছে, সময় হ'লে তা আততায়ীর মাথায় কঠিন ভাবেই ভেঙে পড়ে!

(বলাদিত্য নির্ব্বাক্; মহিষী ধীরে ধীরে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত জয়শ্রীর মস্তকে রাখিলেন)

ইন্দ্রায়ুধ
দিদি, তুমি যে একেবারে মস্ত কবি হয়ে উঠেছো। তোমায় আমি আমার সভাকবি করবো।

(মহিষী ও বলাদিত্য একসঙ্গে ইন্দ্রায়ুধের দিকে ফিরিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন। ইন্দ্রায়ুধ লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল)

দূত (প্রবেশ ও প্রণাম করিয়া)
মহারাণী, হূণ-দলপতি মিহিরকুল পুনরায় শাকল রাজ্য জয় করে' কাশ্মীর আক্রমণের জন্য যাত্রা করেছে, সামন্ত-সচিব জয়াপীড় সংবাদ পাঠিয়েছেন।

(প্রণামান্তে প্রস্থান)

ইন্দ্রায়ুধ (ভয়ার্ত্ত স্বরে)

অ্যাঁ! আবার আস্‌ছে ? এতো শীঘ্র ?

মহিষী (দৃষ্টিতে তিরস্কার ভরিয়া)

বাবা ইন্দ্রায়ুধ, আমি তোমার জন্যেই তখন বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছিলাম।

ইন্দ্রায়ুধ (লজ্জিত হইয়া)

না, না, আমি ভয় পেয়েছি মনে কর্‌ছো ? তা নয়··· তবে কিনা...এই সদ্য সদ্য একটা যুদ্ধের পর···কিচ্ছু আয়োজন নেই।···সৈন্য নেই...রাজকোষে অর্থ নেই······

বলাদিত্য

কিচ্ছু ভাবনা নেই রাজকুমার! পরাধীন জাতি স্বাধীনতার সুধা একবার আস্বাদ করে' আর সহজে তা খোয়াবে না! প্রজারা সব স্বেচ্ছায় ধনপ্রাণ উৎসর্গ কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত আছে, তুমি শুধু তাদের নেতা হয়ে একবার ডেকে দেখ্‌বে চলো······

মহিষী (ইন্দ্রায়ুধের দিকে না চাহিয়া)

বাবা বলাদিত্য, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কাশ্মীরের জয়শ্রী তোমার উপার্জ্জন! তুমি মহারাজের দক্ষিণ হস্ত

হয়ে একবার কাশ্মীয়ের নষ্ট স্বাধীনতা উদ্ধার করেছো। মহারাজ আজ নেই। আজ আমি তোমাকেই এই জাতীয় দুর্দ্দিনের প্রতিকারের অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করছি। আমি বিধবা, মঙ্গলাচারে আমার অধিকার নেই। এসো জয়শ্রী, কাশ্মীরের বিজয়-পতাকা দিয়ে বলাদিত্যকে সেনাপতিত্বে বরণ করো! ওরে দাসীরা, কে আছিস্, শাঁখ বাজা!

(জয়শ্রী সলজ্জ স্মিতমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলাদিত্যের অঞ্জলির উপর পতাকা রাখিয়া দিয়া প্রণাম করিলো; বাহিরে শঙ্খধ্বনির সহিত তূর্য্যধ্বনি মিলিত হইয়া সৈন্য-সমাবেশ ঘোষণা করিলো। বলাদিত্য মহিষীকে প্রণাম করিলো)

মহিষী

কাশ্মীরের রাজবংশের ও সমস্ত দেশের গৌরব ঐ পতাকা! ওটি রক্ষার ভার তোমার হাতে। তুমি দেশের সুসন্তান হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করো, এই আশীর্ব্বাদ করি।

জয়শ্রী

(ইন্দ্রায়ুধ রুষ্টভাবে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া) জয়শ্রী
ইন্দ্র, মাকে প্রণাম করে' যুদ্ধে যাও।

ইন্দ্রায়ুধ (রুষ্টভাবে)

আমি রাজপুত্র, রাজপুত্রের মতন যুদ্ধে যেতে যদি না পাই তো আমি যুদ্ধে যাবো না। বলাদিত্যের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হতে তুমি গৌরব বোধ করতে পারো, কিন্তু আমি পার না।

মহিষী

রাজপুত্র হয়ে জন্মালেই সেনাপতির যোগ্যতা জন্মে না; সামান্য পদাতিকই কালে সেনাপতি হয়; ক খ না শিখে একেবারে দর্শনশাস্ত্র পড়া চলে না। ইন্দ্রায়ুধ, তোমার জন্যেই আমি তখন উন্মনা হয়ে ভাবছিলাম।

(ইন্দ্রায়ুধ লজ্জিত নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলো)

জয়শ্রী

ইন্দ্র, মাকে প্রণাম করো।

(ইন্দ্রায়ুধ অনিচ্ছায় প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল)

মহিষী (একখানি তরবারি লইয়া ইন্দ্রায়ুধের কটিবন্ধে সংলগ্ন করিতে করিতে)

বৎস ইন্দ্রায়ুধ, এই তরবারিখানি স্বর্গীয় মহারাজের!

জয়শ্রী

এর নাম অরিন্দম; আর এই ধনুকের নাম শত্রুন্তপ তোমার পিতার এই শ্রেষ্ঠ দায়াদ, এই তোমার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার! আমি আজ এই তরবারি ও ধনুক দিয়ে স্বহস্তে তোমায় সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি। জননীর এই শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ—তোমার হাতে এদের অমর্য্যাদা না হোক!

(বাহিরে তূর্য্যধ্বনি)

বলাদিত্য

চলো যুবরাজ, বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্রায়ুধ

যুদ্ধে যেতে আপনার মতন আমার তো বিশেষ উৎসাহ বোধ হচ্ছে না!

জয়শ্রী

ছিঃ ইন্দ্র! অমন কথা বল্‌তে তোমার লজ্জা কর্‌লো না?

বলাদিত্য (হাসিয়া)

দেখো যুবরাজ, আমি সেনাপতি, সমরবিমুখ সৈনিককে শাস্তি দেবার ক্ষমতা আমার আছে। চলো।

(ইন্দ্রায়ুধের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বলাদিত্যের প্রস্থান)

জয়শ্রী

মা, চলো অলিন্দবলভী থেকে সৈন্যযাত্রা দেখিগে।

মহিষী (গম্যমান ইন্দ্রায়ুধের দিকে তাকাইয়া আত্মগত) হায় দুর্ভাগা ভীরু, তোর জন্যে আমার হৃদয় লজ্জায় ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্ছে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[রাজপ্রাসাদের কক্ষে জয়শ্রী ও রাজমহিষী উদ্বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন ; মহিষী ক্ষণে ক্ষণে বাতায়ন-পার্শ্বে গিয়া বাহিরে দেখিতেছেন]

মহিষী

এখনো কোনো দূত তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনো সংবাদই নিয়ে এলো না ?

জয়শ্রী (উদ্বিগ্নভাবে, সান্ত্বনার ভাবে)

মা, যুদ্ধের ফল তো জানাই আছে একরকম। কাশ্মীর তার স্বাধীনতা হারিয়েছিলো দয়া-ধর্ম্মের অপব্যবহারে, আশ্রিত বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ; নিজের দুর্ব্বলতার জন্যে তো নয়। যতক্ষণ একজন সৈন্যও বেঁচে থাক্‌বে ততক্ষণ হূণেরা কাশ্মীরে পুনঃপ্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না।]

মহিষী

তা জানি মা, আমাদের জাতি ভীরু কাপুরুষ নয়। কিন্তু এতকাল পরাধীন থেকে তারা অস্ত্রের ব্যবহার ভুলে

গেছে, যুদ্ধের সঙ্গে পরিচয় তাদের নেই, তার উপর বিজেতাদের অবজ্ঞা আর কানের কাছে নিত্য নিরন্তর ঘোষণা তোরা কাপুরুষ, তোরা ভীরু, তোরা দুর্ব্বল, সকলের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান একেবারে নষ্ট করে' ফেলেছে। তাই ভয় হচ্ছে কাশ্মীরের ভাগ্যে আবার কি আছে!......

(বাহিরে অশ্বের ধাবন-শব্দ)

জয়শ্রী (উচ্চকিত হইয়া)

মা, ঐ বুঝি দূত এলো!

(মাতা ও পুত্রী ছুটিয়া বাতায়ন-সম্মুখে গেলেন)

উভয়ে (সভয় সবিস্ময়ে)

ইন্দ্র!......ইন্দ্র এলো কেনো?

(উভয়ের ব্যস্তভাবে প্রস্থান ও ইন্দ্রায়ুধকে দুই দিক্ হইতে ধরিয়া লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

মহিষী

ইন্দ্রায়ুধ, যুদ্ধের খবর কি?

ইন্দ্রায়ুধ (অবজ্ঞাভরে)

কে জানে তোমার যুদ্ধের খবর?

মহিষী (রূঢ়ভাবে)

কেনো, তুমি কি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলে না ?

ইন্দ্রায়ুধ

তোমাদের ভালোবাসার বলাদিত্য আমায় থাক্‌তে দিলে কৈ ?

জয়শ্রী (উৎসুক ভাবে)

কেনো ? তিনি কী বল্‌লেন ? তোমায় কি তিনি এখানে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ?

ইন্দ্রায়ুধ

না, দিদি, তেমন কাঁচা ছেলে তোমার বলাদিত্য নন, যে, অস্ত্র-বর্ষণ থেকে নিজে না বেঁচে আমায় সরিয়ে দেবেন। এখানে ফিরে আস্‌তে পার্‌লে তিনিই সবার আগে আস্‌তেন।......

মহিষী (ইন্দ্রায়ুধের ঘাড়ের কাছের জামা ধরিয়া নাড়া দিয়া)

রাখো তোমার বাজে কথা, কি হয়েছে শীঘ্র বলো।

ইন্দ্রায়ুধ (ভয়কাতর নালিশের ভাবে)

বলাদিত্য আমাকে অপমান করেছে।

মহিষী

কি রকম? সেনাপতি অপমান করেছে বলে' তুমি দেশের এই বিপদের সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে' এলে! এ সময় তোমার নিজের ভাবনাই সমস্ত দেশের ভাবনার চেয়ে বড়ো হলো। ওরে নরাধম! আমার লজ্জা হচ্ছে আমি তোকে গর্ভে ধরেছিলাম! তুই মেয়ে হয়ে জন্মালি না কেনো? তা হলে আজ আমাকে এমন করে' অপমানিত লজ্জিত হ'তে হতো না।

(মহিষীর রুদ্ধ ক্ষোভ উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িল)

ইন্দ্রায়ুধ (ভীত হইয়া)

আমি কি ইচ্ছে করে' চলে' এসেছি......

মহিষী (সম্বৃত হইয়া)

তবে? তবে বলাদিত্য তোকে তাড়িয়ে দিয়েছেন? তুই তবে নিশ্চয় কোনো গুরুতর অপরাধ করেছিস; রাজপুত্র বলে' শুধু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়েছিস, নইলে......

ইন্দ্রায়ুধ (গর্ব্বিত তাচ্ছিল্যের সহিত)

নইলে?...নইলে সে আমার কী করত? ভারি তার

মুরোদ কিনা! আমাকে উনি তাড়িয়ে দেবেন! আমি নিজের ইচ্ছায় চলে' এসেছি!

জয়শ্রী

তুমি তা হলে পলাতক!

ইন্দ্রায়ুধ

না গো না! তোমার বলাদিত্যের রোষ-সন্তোষের মূল্য, তোমার কাছে যতখানি আমার কাছে তার এক কড়াও নয়। আমি পলাতক নই, আমার খুশী হলো আমি চলে' এলাম। আমি তো আর কারো আজ্ঞাকারী ভৃত্য নই যে যে যা হুকুম কর্‌বে তাই কর্‌তে হবে, তা সে যতোই ছোটো কাজ হোক। আমায় বলে কিনা সামান্য দূতের কাজ কর্‌তে?

মহিষী (উদ্বিগ্ন উৎসুক হইয়া)

ওরে ওরে রাখ তোর বাক্যজাল; বল্ বল্ কি কাজের ভার তুই অবহেলা করে' পালিয়ে এলি। বল্ শীঘ্র, তার পর আমি নিজের হাতে আমার গর্ব্বের কলঙ্ক মুছে ফেল্‌বো......

(মহিষী ইন্দ্রায়ুধের কোষস্থ অসি আকর্ষণ করিলেন)

ইন্দ্রায়ুধ (ভয়ে বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে)

আমাকে যুদ্ধে থাকৃতে দিলে না বলাদিত্য, আর দোষ

হলো আমার !......আমাকে চিঠি দিয়ে বল্‌লে কিনা তক্ষশিলার সামন্ত-সচিবের কাছে দূত হয়ে যেতে ! যে কাজ একটা সামান্য লোকের যোগ্য, সেই কাজ করানো মানে আমায় অপমান করা বৈ তো আর কিছু নয়। তোমরা কেবল আমাকেই বকুবে......বলাদিত্যের কিছু মাত্র দোষ তো তোমরা দেখ্‌তে পাও না !

মহিষী

কিসের জন্য তক্ষশিলার সচিবের কাছে চিঠি পাঠাতে হচ্ছে ? আমাদের সৈন্য অর্থ খাদ্য কি যথেষ্ট নেই ?

ইন্দ্রায়ুধ

থাকবে না কেনো, ঢের লোক, ঢের খাবার—কে কতো খাবে ! তবু বলাদিত্যের ভয় ঘোচে না, এমনি কাপুরুষ ভীরু সে। মিহিরকুল শ্রীনগর থেকে এখনো তিন দিনের পথে, এখনি উনি ভয়ে অস্থির, বল্‌লেন—যাও তুমি তক্ষশিলায়, তক্ষশিলার সচিবের সঙ্গে সৈন্য সংগ্রহ করে' মিহিরকুলকে পশ্চাৎ হতে আক্রমণ করবে ! যা শত্রু পরে পরে, এই ওর মতলব কিনা ! পথ আগ্‌লে শত্রুর থানা, আমি তক্ষশিলায় একা যেতে শত্রুর হাতে পড়ে' মারা পড়ি আর কি ! চাইলাম কিছু সৈন্য সঙ্গে, তা বলা হলো সৈন্য নিয়ে গেলে শত্রুর সন্দেহ হবে, দুই ভাগে বিভক্ত হ'লে

অল্প সৈন্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এ সমস্তই কেবল আমাকে অপমান করবার আর বিপদে ফেলবার ছল। আমি মারা গেলে দিদিকে বিয়ে করে' সে-ই কাশ্মীরের রাজা হবে এরই ষড়যন্ত্র—এ কি আমি বুঝি না!

মহিষী (গম্ভীর ভাবে)

তাই তুই পালিয়ে এলি! বিপদের মুখ থেকে অক্ষত থাকবার জন্যে মায়ের অঞ্চল-ছায়ে! এর চেয়ে তুই মরে' গেলে যে তোর মা অনেক বেশী সুখী হতো, ওরে নির্বোধ ভীরু, তা কি তুই বুঝতে পারছিস না। তুই সমর-নিয়ম ভঙ্গ করে' সেনাপতির আদেশ অমান্য করেছিস, পলায়ন করেছিস, জানিস তোর কি দণ্ড? মৃত্যু! মৃত্যু যদি তোর অবধারিত, তবে কেনো কলঙ্কিত মৃত্যুর অপেক্ষায় আছিস? যা যা বীরের মতন শত্রুর শোণিতে সকল কলঙ্ক ধুয়ে উজ্জ্বল অকলঙ্ক মৃত্যুর জয়টীকা কেড়ে নিগে যা!

ইন্দ্রায়ুধ (মহিষীর পায়ে ধরিয়া)

না মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে ফেলে দিয়ো না। তোমরা মারো কাটো তবু একটু দয়া করবে, কিন্তু ঐ হূণ দস্যুরা বড় নির্দ্দয়, বড় কঠোর!

জয়শ্রী

আমি একলা তাদের কবলে যেতে পার্‌বো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। দিদি, মাকে একটু বলো না, অমন ক'রে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে কি মজা দেখ্‌ছো।

মহিষী

তবে তাই হবে। তোর মা-ই তোকে দয়া করে' নিজের হাতে বধ করবে। কিন্তু বিচারকর্ত্তা তো আমি নই, সেনাপতি ফিরে এলে তোর বিচার হবে, তুই ততোদিন বন্দী! ওরে কে আছিস, কারাধ্যক্ষকে ডাক্‌!

ইন্দ্রায়ুধ (হস্তে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে)

মা, মা, আমায় মাপ করো, ক্ষমা করো। তুমিই তো বলেছো আমি চিরপরাধীন, যুদ্ধে অনভ্যস্ত, মরণের সম্মুখীন হতে আমি শিখিনি,—সে কি আমার দোষ?

মহিষী

না না, ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই। এ কলঙ্ক শুধু তোর নয়, এ কলঙ্ক আমার, তোর পিতৃপুরুষের, তোর দেশের! এ বিষ রক্তে না ধুলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে; জড়ের মতন জীবন নিয়ে অপমানে লাঞ্ছনায় হাজার বার মরে'ও মনে যার বাঁচ্‌বার সাধ, তাকে মেরেই শেখাতে হবে—যে-লোক মর্‌তে জানে সেই বাঁচ্‌তে জানে, মৃত্যুকে স্বীকার কর্‌লেই বাঁচার স্বাদ পাওয়া যায়……

দাসী (প্রবেশ করিয়া প্রণামান্তে)

মহারাণী, কারাধ্যক্ষ অনুমতির অপেক্ষা কর্‌ছেন।

জয়শ্রী

তাঁকে এখন যেতে বল্‌।

(দাসীর প্রস্থান)

মা, আমাদের এই বংশের কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক, প্রকাশ হতে দেওয়া ঠিক হবে না। এখনো এর প্রতিকারের উপায় আছে......

মহিষী

উপায়? কৈ উপায়? এই ভীরু পলাতককে দিয়ে এই কলঙ্কের প্রতিকার হবে মনে কর্‌ছো?

জয়শ্রী

মা, আমি পুরুষের পোশাক পরে' তক্ষশিলায় চিঠি নিয়ে যাচ্ছি; লোকে জানুক ইন্দ্রায়ুধই গেলো......

মহিষী (জয়শ্রীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)

পার্‌বে?··· তুমি পার্‌বে। তবে তাই হোক। তুমিই আমার ছেলে, আর ইন্দ্রায়ুধ আমার মেয়ে......খুলে ফ্যাল্‌ কাপুরুষ তোর বীরপুরুষের পোশাক! যে কাপুরুষ দেশকে শত্রুর হাতে ফেলে রেখে অন্তঃপুরে এসে লুকোয় তার

অন্তঃপুরিকার বেশই উপযুক্ত!.....ফ্যাল্ ফ্যাল্ খুলে ফ্যাল্ তোর যুদ্ধ-বেশ!

(মহিষী বলপূর্ব্বক টানিয়া টানিয়া ইন্দ্রায়ুধের সজ্জা খুলিতে লাগিলেন ; জয়শ্রী কাঁচি দিয়া চুল কাটিয়া ফেলিয়া ভ্রাতার পরিত্যক্ত বেশে সজ্জিত হইলো।)

মহিষী

কোথায় সেই দৌত্যের পত্র ?

ইন্দ্রায়ুধ

র পাগ্ড়ীর মধ্যে আছে।

মহিষী (পত্র বাহির করিয়া জয়শ্রীর হাতে দিয়া)

যে গুরুভার তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে তারই সফলতার উপর তোমার ভাইয়ের, তোমার পিতৃবংশের, তোমার সমস্ত দেশের সম্মান নির্ভর করছে মনে রেখো। তোমার নামের অর্থ তোমাতে সার্থক হোক।

জয়শ্রী (পদধূলি লইয়া)

তোমার আশীর্ব্বাদে তাই হবে মা।

(দাসীর প্রবেশ। মহিষী তাড়াতাড়ি স্ত্রীবেশী ইন্দ্রায়ুধকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে ঠেলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন)

দাসী

মহারাণী, অশ্বপাল জিজ্ঞাসা করছে যুবরাজের ঘোড়া কি সজ্জিতই থাক্‌বে ?

মহিষী

হাঁ, যুবরাজ যুদ্ধে যাবেন।......চলো পুত্র, তোমায় বিদায় দিয়ে আসি।

(মহিষী ও জয়শ্রীর প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

[রাজপ্রাসাদের কক্ষে রাজমহিষী, রুদ্ধ দ্বারান্তরালে কক্ষান্তরে বন্দী ইন্দ্রায়ুধ]

ইন্দ্রায়ুধ

মা, ওখানে আছো কি তুমি ?

মহিষী

আছি। কেনো ?

ইন্দ্রায়ুধ

এই অন্ধকার ঘরে একলাটি বন্ধ হয়ে আর কতকাল থাকবো ?

মহিষী

যতোদিন না জয়শ্রী ফিরে আসছে ।

ইন্দ্রায়ুধ

মা, তোমার দুটি পায়ে ধরি, আমায় ছেড়ে দাও। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো, হূণের হাতের নির্য্যাতনও ঢের ভালো !

মহিষী

হায় রে অভাগ্য ! এতোদিনে তোর বোধ এলো যে অন্ধ কারাগারে জড় হয়ে পড়ে' থেকে পলে পলে মরার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছায় মৃত্যুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া ঢের ভালো। কিন্তু বড় বিলম্বে তোর চৈতন্য হলো, এখন আর উপায় নেই !

ইন্দ্রায়ুধ

নেই ! কোনো উপায় নেই ? দয়া করো, দয়া করো, আমাকে বধ করো, না হয় আমায় অস্ত্র দাও আমি আত্মহত্যা করি।

মহিষী

অস্ত্রধারণের অধিকার তোর নেই। এই তোর পাপের

প্রায়শ্চিত্ত। ধৈর্য্য ধরে' দুঃখ সহাও বীরত্ব! ধৈর্য্য ধরে' মুক্তির প্রতীক্ষায় থাক।

ইন্দ্রায়ুধ

হায় মুক্তি, হায় আলো, হায় স্বাধীনতা, কতদিনে, আর কতদিনে, কবে হবে!

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এসেছে।

মহিষী (ব্যগ্রভাবে)

নিয়ে আয়, নিয়ে আয় তাকে, সব কথা শুনি।

(দাসীর প্রস্থান, দূতের প্রবেশ)

বলো দূত সংবাদ কি?

দূত

যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে। বলাদিত্য এসে পৌঁছলেন বলে'। তিনি আগে আপনাকে সংবাদ দেবার জন্যে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মহিষী (উদ্বিগ্নভাবে)

আর, আর সব, আর সংবাদ কি?

দূত

যুবরাজ এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছেন। তিনি

একাকী শত্রু-শিবিরের ভিতর দিয়ে তক্ষশিলায় গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে' হূণদের পৃষ্ঠ আক্রমণ করেছিলেন। হূণেরা সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হয়েও অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেছে। মিহিরকুল আমাদের জাতীয় পতাকা কেড়ে নিয়েছিলো......

মহিষী (ব্যস্তভাবে)

তার পর ?

দূত

তার পর যুবরাজ উদ্যত বজ্রের মতো মিহিরকুলকে আক্রমণ করলেন। পতাকা উদ্ধার হলো, কিন্তু......

মহিষী

কিন্তু! কিন্তু কি রে ? বল্, বল্.....

দূত

কিন্তু যুবরাজকে উদ্ধার করা গেলো না।

মহিষী

অ্যাঁ! তা হ'লে জয়শ্রী......

দূত

আজ্ঞে হ্যাঁ। যুবরাজের জন্যেই জয়শ্রী আমরা লাভ করেছি। যুবরাজ জয়শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে স্বর্গে গেছেন।

ইন্দ্রায়ুধ (অন্তরাল হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া)

রক্ষা করো, রক্ষা করো, তোমাদের যুবরাজ......

মহিষী

চুপ কর্ ভীরু নারী ! বৃথা বিলাপের এ সময় নয় !

(দূতের প্রতি)

আচ্ছা, তুমি এখন বিশ্রাম করোগে। এই লও আনন্দ-সংবাদের পুরস্কার।

(দূতকে অলঙ্কার প্রদান। দূত প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলো)

মহিষী (অশ্রু মোচন করিতে করিতে)

জয়শ্রী এতদিন শুধু আমার ছিলো, আজ সে সমস্ত কাশ্মীরের হলো ! বেশ হলো, বেশ হলো—এ তো শোক কর্‌বার ব্যাপার নয়। শোক কর্‌বো আমার ভীরু পুত্রের কাপুরুষতার জন্যে। কন্যা আমার নিজের প্রাণ দিয়ে ভাইয়ের লজ্জার উপর আবরণ টেনে দিয়ে গেলো, বংশের মুখ রক্ষা করে' গেলো, দেশের স্বাধীনতা দৃঢ়তর করে' গেলো। তার জন্যে শোক নয়। যে হতভাগাকে এই রুদ্ধ ঘরের অন্ধকারে জীবন ক্ষয় কর্‌তে হবে, শোক কর্‌বো তার জন্যে ?

ইন্দ্রায়ুধ (আর্ত্তনাদ করিয়া)

মা মা, এ কী তোমার কঠোর কথা ! আমাকে আমরণ এই অন্ধকারে বন্ধ থাক্‌তে হবে !

মহিষী

উপায় নেই, উপায় নেই! যে লজ্জা একজন নারী বুকের রক্ত ঢেলে ঢেকে দিয়ে গেছে তোকে তা উদ্‌ঘাটন কর্‌তে কখনোই দেবো না। ঐ স্থানই তোর উপযুক্ত স্থান!

ইন্দ্রায়ুধ

এর চেয়ে মৃত্যু ভালো, এর চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো!

মহিষী

বোঝো এখন, কাপুরুষতার লজ্জার চেয়ে মৃত্যু ভালো, চিরবন্দী থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো!

ইন্দ্রায়ুধ (চীৎকার করিয়া)

তবে মেরে ফ্যালো, মেরে ফ্যালো আমায়, মুক্তি দাও!…

মহিষী

চুপ কর্‌ ভীরু, মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যান করে' তার পর মৃত্যুকে সাধ্‌লেও সে আসে না। মৃত্যু আস্‌বে একদিন যখন তার মর্জ্জি হবে!

ইন্দ্রায়ুধ

উঃ! কী ভীষণ অন্ধকার! কী কঠিন বন্ধন!……

মহিষী

বন্ধ কর্‌ ভীরু তোর প্রলাপ-বচন, বলাদিত্য আস্‌ছেন।

বলাদিত্য (বিষণ্ণ মুখে রক্তাক্ত পতাকা হস্তে
প্রবেশ করিয়া মহিষীকে প্রণামান্তে)

জননী, মহারাণী......

মহিষী (বলাদিত্যের মস্তকে হস্ত রাখিয়া)

শুনেছি বৎস, আমাদের জয়শ্রী লাভ হয়েছে।

বলাদিত্য (ব্যথিত স্বরে)

হাঁ মা, যুবরাজের প্রাণের বিনিময়ে।

মহিষী

সে প্রাণ দিয়ে দেশের প্রাণ রক্ষা করেছে, এতে দুঃখ কি বলাদিত্য !

বলাদিত্য

দুঃখ, যে, তার এমন সাহস ও বীরত্ব লুকানো ছিল, আগে আমরা তা টের পাইনি। দুঃখ, যে, এই সাহস ও বীরত্ব পরিণত হবার অবসর পেলে না। দুঃখ, যে, কাশ্মীরের রাজবংশ নির্ব্বাপিত হল......

ইন্দ্রায়ুধ

না না, আছে, সে আছে, এই অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে আছে।

বলাদিত্য

ও কি ! ও কে ?

মহিষী (গম্ভীর স্থিরভাবে)

ও জয়শ্রী। ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনে পাগল হয়ে গেছে।

বলাদিত্য (আহত হইয়া)

আঁ্যা! জয়শ্রী! জয়শ্রী! শেষে তার এমন দশা হলো। জয়শ্রী, আমি যে প্রাণপণে তোমার নিজের হাতের প্রস্তুত এই পতাকা রক্ষা করে' তোমার জন্যেই নিয়ে এসেছি— দেখো দেখো এ পতাকা তোমার ভাইয়ের রক্তরাগে উজ্জ্বল-তর মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে!

(বলাদিত্য ছুটিয়া রুদ্ধ দ্বার খুলিতে যাইতে-ছিলো। মহিষী বাধা দিলেন)

বলাদিত্য

একবার, এক্‌বার আমি তাকে দেখ্‌বো............

মহিষী (বলাদিত্যকে সরাইয়া আনিয়া)

না বৎস। তাকে তোমার দেখা হবে না! যাকে এক-দিন জ্ঞানে সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল লাবণ্যময়ী দেখেছো, এখন তার জ্ঞানালোক-নির্ব্বাপিত ম্লান-মূর্ত্তি দেখে কাজ নেই। সৌন্দর্য্যের ধ্বংস না দেখাই ভালো। ফিরে এসো, তুমি ফিরে এসো। যে জয়শ্রী তোমার লাভ হয়েছে সেই তোমার হৃদয়-লক্ষ্মী হোক। এই ভগ্ন রাজ্যকে আবার গড়ে' তোল্‌বার গুরুভার তোমার উপর পড়্‌ল, তোমার এখন

শোক করা সাজে না। রাজ্যময় উৎসব হোক, কাশ্মীরের জয়শ্রী আজ উজ্জ্বল হয়েছে!

বলাদিত্য (রুদ্ধ দ্বারের নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া পতাকা বিছাইয়া দিয়া)

দেবী জয়শ্রী, তোমার পতাকা তুমি গ্রহণ করো!

ইন্দ্রায়ুধ (চীৎকার করিয়া)

বলাদিত্য, বলাদিত্য, আমি ইন্দ্রায়ুধ, আমি ইন্দ্রায়ুধ......

মহিষী (রূঢ় স্বরে)

চুপ কর্, ক্ষিপ্ত নারী! প্রলাপ বন্ধ কর্। রাজ্যে আজ জয়শ্রীর উৎসব। ওরে শঙ্খ বাজা, হুলুধ্বনি কর্, তোরণে তোরণে নহবৎ বাজা! ডুবিয়ে দে এই ভীরু নারীর প্রগল্ভ প্রলাপ!...বৎস বলাদিত্য, এই লও তোমার পুরস্কার।

(মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন)

বলাদিত্য (প্রণাম করিয়া)

জননীর প্রসাদ শিরোধার্য্য। কিন্তু ভগ্ন-হৃদয়ের ভিত্তির উপর এই গুরুভার সইবে না।

(বাহিরে নহবৎ, শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

ইন্দ্রায়ুধ

কী ভয়ানক অন্ধকার! কী বীভৎস শাস্তি! মুক্তি! মুক্তি! আলো! আলো!

(যবনিকা)